# শারিয়া - ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ -৩

ফতেমোল্লা - ২৭শে সেপ্টেম্বর ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)

ক্যানাডায় শারিয়া কোর্টের ওপরে সদালাপ ওয়েব ফোরামে প্রকাশিত নিবন্ধের জন্য আ. স. ম. জিয়াউদ্দিনকে ধন্যবাদ (**http://www.shodalap.com/ZIA_CHIRKUT40.pdf**), - ওতে শারিয়া-বিশ্বাসীদের আহত আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে বলেই নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু আলোচনা করতে পারছি। ‘‘শারিয়া পুর্নাংগ জীবন বিধান’’ -এ অন্ধ আবেগ যখন আমাদের ব্যক্তিগত কষাঘাত করে, তখন আমরা শুধু বাস্তবের সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের বিবেকের দরজায় ক্রমাগত আঘাতই করতে পারি, আর কিছু করতে পারিনা। আমরা শুধু বলতে পারি - অতঃপর প্রেমময় ভ্রাতা হিসাবে আর কত নিষ্পাপ ভগ্নীর অশ্রু তুমি উপেক্ষা করিবে? কেন করিবে?

আবারও ‘‘পুর্নাংগ জীবন বিধান’’-এর নারীবলি মাত্র গত সপ্তাহে, আবারও ইসলামের বদনাম। আপনারা নিশ্চয় আশা করেন না যে এভাবে মানুষের জীবন ধ্বংস হতে থাকবে আর তার কোন প্রতিবাদ হবে না।

যুগান্তর ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ - সার-সংক্ষেপ।
**http://www.jugantor.com/demo/index.php?page_id=5990**

গাইবান্ধা- জনৈক দিনমজুরের শিশুকন্যাটি ধর্ষণের শিকার হইয়াও ১০১টি বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হইয়াছে আর ধর্ষককে মাত্র ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও বিস্ময়কর হইল, আদায়কৃত জরিমানার টাকা সালিশকারীরা ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইয়া যায়। ১২ বৎসর বয়সী ওই শিশুটিকে কেন বেত্রাঘাত করা হইল, সালিশ বৈঠকের তথাকথিত বিচারক মসজিদের ইমাম ইসমাইল হোসেন কোন এখতিয়ারবলে আইনবিরুদ্ধ এই বর্বরতা প্রদর্শন করিলেন- এই সকল প্রশ্নের জবাব দিবার দায় প্রশাসনের। নিজেদের কর্মকাণ্ডের পক্ষে গ্রাম্য ফতোয়াবাজরা এই বলিয়া যুক্তি দাঁড় করায় যে, ‘‘**ধর্ষণের ঘটনা সত্য বিধায় উভয়ই দোষী**’’। ধর্ষিতার পক্ষে দাঁড়াইবার জন্য গোটা গ্রামে একজনকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই- ইহা আমাদের গ্রামীণ সমাজের বর্তমান মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। ফতোয়াবাজির যে তাণ্ডব পুনরায় ঘটিয়া গেল, তাহাতে সভ্য সমাজের যে কোন মানুষের মাথা লজ্জায় হেঁট হইবার কথা।
*********************

আমি নিশ্চিত যে এ খবরে বিবেকবান সাধারণ জামাতি কিংবা শারিয়া-সমর্থকরা আতংকে শিউরে উঠেছেন। রাগে দুঃখে ক্ষোভে তাঁরা ফেটে পড়তে চেয়েছেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি ওটাই শারিয়া আইন হতে পারে। কিন্তু আবারও তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নিজেদের বুদ্ধি-বিবেকের প্রতি, মানবতার প্রতি । শারিয়া বইটা খুলে আইন দেখার বদলে মনকে বুঝ দিয়েছেন এই বলে যে ওটা শারিয়া আইন নয়, ওটা অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ। আর, আমরা শারিয়া-কেতাব খুলে আইনগুলো উদ্ধৃত করে চেঁচিয়ে গেছি এই বলে যে ওটা অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ মোটেই নয় - যত অবিশ্বাস্যই হোক ঠিক ওই আইন-ও আছে শারিয়ায়। বলেছি, এখনই কিছু একটা না করলে ঘটনাটা আবার ঘটবে, নিরপরাধিনী হতভাগিনী কোন বালিকার লংঘিত সম্ভ্রম ও অশ্রু আবারও বিব্রত করবে আল্লাকে, রসুলকে, কোরাণকে, ইসলামকে আর শারিয়া-প্রেমিকদেরকে।

চেঁচিয়েছি আমরা আগেও। কেউ শোনে নি, তাই এটা ঘটতে পেরেছে বারবার। নীচে দেখুনঃ-

১। দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর , এন-এফ-বি - ৩০শে আগষ্ট, ২০০২। মানিকগঞ্জে এক ১৩ বছর বয়সের বালিকা তার বদমাশ সৎ-পিতা দ্বারা ধর্ষিতা হয়। গ্রাম্য-বিচারের ভিত্তিতে স্থানীয় বর্ষিয়ান ব্যক্তিগন ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়।

২। **http://bangladesh-web.com/news/jul/01/n01072002.htm#A5** *১লা জুলাই,* ২০০২:- সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে সালিসী সভায় ফতোয়া দ্বারা বারো দিন ধরিয়া ক্রমাগত ধর্ষণের শিকার জয়গুন বিবিকে আশী-বেত্রাঘাত ও ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশী-বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

৩। সাপ্তাহিক দেশে বিদেশেঃ- ১৫-ই মার্চ ২০০২।
চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের এক দিনমজুরের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) শ্লীলতাহানীর শিকার হলে মাতব্বর আছাব ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবুবকর সিদ্দীক ফতোয়া দিয়ে ১০১ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেন। প্রায় ৫০ দোররা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোররা কার্যকর করে নুর ইসলাম নামে আর এক পাষন্ড। এ অবস্থায় ঐ কিশোরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয়।
******

এমন একটা ঘটনা-ই মুসলমানদেরকে রাগে দুঃখে পাগল করে দেবার জন্য যথেষ্ঠ হওয়া উচিত, কিন্তু জামাতিদের জন্য সেটা হতে পারে না বলে বার বার ঘটতে পেরেছে এটা, আবারও ঘটবে। এর দায় শুধু প্রশাসনের নয়, দায় প্রতিটি শারিয়া-প্রেমিকেরও। যদি কেউ ওটাকে অজ্ঞ মোল্লার অপপ্রয়োগ বলেন, তাহলে সেই মোল্লাকে শাস্তি দিয়ে তার হাত থেকে শারিয়া-প্রয়োগের অধিকার কেড়ে নেয়ার দায়ও এসে যায়। সে রায় দিয়েছিলেন যখন আমাদের কোর্টের বিচারকেরা, তখন জামাতিরা তাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

এবারে আইন। মামলাটা হুদুদের অন্তর্ভুক্ত অবৈধ শারিরীক সম্পর্ক নিয়ে। সে সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে দরকার চার জন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের সাক্ষ্য যারা স্বচক্ষে দৈহিক সম্পর্ক দেখেছে। অবিবাহিত/তা হলে শাস্তিটা ১০১ চাবুক (সুরা নূর ২), বিবাহিত/তা হলে রজম্ (জনসমক্ষে প্রস্তরাঘাতে হত্যা, কোরাণে নেই হাদিসে আছে)। আইনটা কোরাণ-বিরোধী, বিস্তারিত দেয়া আছে JamatePislami.com -সাইটের “পাথর” নিবন্ধে - http://www.jamatepislami.com/PATTHOR.pdf

চার জন বয়স্ক পুরুষ মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্যের আইনঃ-

শাফি’ই আইন **page 638 Law# o.24.9**
নাইজিরিয়ার কিছু প্রদেশের হুদুদ আইন।
মালয়েশিয়ার কিছু প্রদেশে মোল্লা-সংসদে প্রস্তাবিত।
মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা ৯২৮।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন (হানাফি), ইসলামি ফাউন্ডশন ঢাকা।
ক্রিমিন্যাল ল’ ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ৪৪৫।

কিন্তু ধর্ষণ? কোরাণে কোথাও ধর্ষণের উল্লেখ নেই, বোখারিতেও পাইনি, - তবে সুনান আবু দাউদে আছে নবীজী ধর্ষককে শাস্তি দিয়েছিলেন (এটা আমার সাইটে আপডেট করতে হবে)।

কোন কোন শারিয়ায় ধর্ষকের শাস্তির বিধান অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রমাণের মধ্যে রয়ে গেছে মারাত্মক শুভংকর। পাকিস্তানের শারিয়া আইনে স্পষ্টই আছে পরকীয়া ও ধর্ষণ দুই ক্ষেত্রেই চারজন বয়স্ক মুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্য লাগবে **(Law#7 of 1979 ammended by Law#20 of 1980)**। এ সাক্ষ্য ছাড়া ধর্ষণ প্রমাণ হয়না অথচ ধর্ষিতার গর্ভধারণ (মালিকি শারিয়া) বা পুলিশের কাছে রিপোর্ট বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণে ‘‘অবৈধ সংসর্গ’’ প্রমাণ হয়। এখানে এসেই ধর্ষিতারা হয়ে পড়ে পরকীয়ার দোষী, এখানেই ‘‘ধর্ষণের ঘটনা সত্য বিধায় উভয়ই দোষী’’, এখানেই ধর্ষিতাকে পরকীয়ার শাস্তি দিয়ে ইসলাম পালনে বাধ্য হয় শারিয়া-ভক্তের দল। সুরা নুর-এর ৩৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ- যে ক্রীতদাসীরা ভালো থাকতে চায় তাদেরকে কেউ পার্থিব সম্পদের লালসায় ব্যাভিচারে বাধ্য করলে (অর্থাৎ পতিতাবৃত্তি করালে ইত্যাদি) তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল। কিছু ফতোয়াবাজেরা (সুত্রটা খুঁজে পাচ্ছিনা এ মুহূর্তে) এ যুক্তিও দেখায় যে যেহেতু ক্ষমা করা যায় শুধুমাত্র অপরাধীকেই, নিরপরাধকে নয়, তাই ধর্ষিতা কোরাণ মোতাবেক অপরাধী। এ যুক্তি কি করে অস্বীকার করবেন আপনি? বায়বীয় আষাঢ়ে গল্প নয়, মানবজীবন ধ্বংসের আইন যার শিকার কত হাজার বোন (১১ হাজার?) কত বছর ধরে পাকিস্তানের জেলখানায় পচছেন, - জিজ্ঞেস করুন ডঃ ফারজানা বারীকে বা আসমা জাহাঙ্গীরকে।

এবারে ধর্ষকের আর্থিক জরিমানা। সাম্প্রতিক শারিয়াবিদ-দের কেতাবে যা-ই থাক, ধর্ষকের আর্থিক দন্ডের বিধান আছে শাফি’ আইনে, অন্য কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। ফতোয়াবাজের পক্ষে ইমাম শাফি না মেনে কোন সাম্প্রতিক শারিয়াবিদকে মানার যুক্তি নেই। আইনটা হলঃ- **“A man is obliged to pay a woman the amount typically recieved as marriage payment by similar brides when the marriage was (consumated but) invalid, OR WHEN A MAN FORCES A WOMAN TO FORNICATE WITH HIM. When a woman voluntarily fornicates with him, she does not recieve any marriage payment." (emphasis mine) -Shafi'i Law page 535 Law# m8.10.** অর্থাৎ ধর্ষক ধর্ষিতাকে সেই পরিমাণ টাকা দেবে যে পরিমাণ টাকা ধর্ষিতার মত কোন নারীকে বিয়ে করলে দেন-মোহর দিতে হত।

এই অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই ক্যানাডার এ মুক্তিযুদ্ধ। এমনই সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ আমরা করেছি ও জিতেছি বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনে। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্য্যদের বিরুদ্ধে সামরিক মুক্তিযুদ্ধে জিতেও সাংস্কৃতিক মুক্তিযুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম, একাত্তরের সামরিক মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও সাংস্কৃতিক যুদ্ধে আমরা এখন পরাজিত।

অপরাধী সর্বদাই আইনের ফাঁক-ফোকর খোঁজে। আমরা হানাফি, কিন্তু আমার যেন মনে হয় কেউ আমাদের ফতোয়াবাজদের ওই শাফি আইনটা শুনিয়েছে। শাফি না হলে ধর্ষকদের শাস্তি হতই। মোটা দাগে এই হল অংকটা, -‘‘ধর্ষণের ঘটনা সত্য বিধায় উভয়ই দোষী’’। প্রিমিয়ার ম্যাকগুইন্টি-র শারিয়া বাতিলের সিদ্ধান্তে আমরা খুশি হয়েও বড্ড চিন্তিত ছিলাম - হাজার হলেও রাজনীতিক তো ! কারণঃ-

শুক্রকীট ও রাজনীতিকের, মিল বলতো কোন সে দিকের? কোথায় গরল ভেল?
লক্ষ-কোটি হন বাবাজি, একটাই হন কাজের কাজী, বাদবাকী সব ফেল ! - ফতেমোল্লা।

তবে একটু আগে রেডিয়োতে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন - যত চাপই আসুক শারিয়া চিরনির্বাসিত আমাদের নুতন বাসভুমি থেকে। শারিয়ার অমানবিক অনৈসলামিক অপসংস্কৃতি যে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের দারিদ্র্য বা অশিক্ষা-কুশিক্ষার অভিশাপ নয়, ক্যানাডাতেও শারিয়া সমান নারী-খেকো তা দেখাব ‘‘ক্যানাডার মুক্তিযুদ্ধ ৪’’-এ।